

শাখের করাত

(অবিশ্বাস্য হলে ও সত্য)

সৈয়দ হাবিবুর রহমান

শুভ নব-বর্ষ জানাতে সাইফুল ফোন করলো ঠিক ১২টায়। গর্বিত কন্ঠে বল্লো-

- এবারে আমাদের লন্ডনের ফায়ার ওয়ার্কস্ বিশ্বের সেরা ডিস্‌প্লে হয়েছে।
- ইংল্যান্ড নিয়ে তোমার গর্ববোধ হয়?
- গর্ব করার যতেষ্ট কারণ আছে যে। অন্তরে বাংলাদেশ, দেহে ইংল্যান্ড ধারণ করি। ইংল্যান্ডের নাগরিক অধিকার উপভোগ করে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ রক্ষায় কোন অসুবিধা তো হচ্ছে না।
- আমাদের আমেরিকাবাসী লেখকগণ যখন এভাবে বলেন তখন তাদেরকে দালাল চেলাবী বলা হয়।
- হুঁ, তাদের নিশ্চয় ই দুঃখ হয়। গফ্‌ফার চৌধুরী ইস্যু নিয়ে কুদ্দুস্ সাহেবকে কত কিছুই না শোনানো হলো। অসীম টলারেন্স ভদ্রলোকের। কি বিনীত নম্রভাবে প্রত্যেকটি অভিযোগ, অপবাদের উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন তথ্য ও যুক্তির মাধ্যমে। 'চীনে পুজিবাদী অর্থনীতি' বিষয়ক লেখা পড়ে কি মনে হয় তিনি আমেরিকার দালালি করছেন?
- মোটে ই না। আর দেখো তো, কোথায় গফ্‌ফার চৌধুরী আর কোথায় কুদ্দুস্ সাহেব। মনে আছে, তোমার প্রথম বই প্রকাশনা উৎসবে গাফ্‌ফার ভাই ছিলেন প্রধান অতিথি? আমাদের বেশ ক'টি জাতীয় দিবস উদযাপনে ও গাফ্‌ফার ভাই প্রধান অতিথি ছিলেন। তিনি পারিবারিক ও ব্যক্তি জীবনে সম্পূর্ণ পুজিবাদী। কলমে, কথায়, সমাজ জীবনে সমাজতান্ত্রিক। আমাদের আয়োজিত এবারের বিজয় দিবসে গাফ্‌ফার ভাই যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন, পেছনের সারিতে মেয়েরা মাথায় কাপড় টেনেছিলেন। ভাষণ তো নয় যেন দেওবন্দ পাশ করা এক বিরাট মোলানার ওয়াজ। অথচ তিনিকে আনতে গিয়ে কতো না কাঠ-খড় পোড়াতে হলো। জেহাদ ঘোষণা করলো কিছু ধার্মিকেরা। মসজিদে ঘোষণা দেয়া হলো সুঘোষিত নাস্তিক গফ্‌ফার চৌধুরী কে আসতে দেয়া হলে কম্যুনিটি সেন্টারে রক্তের বন্যা বয়ে যাবে। আচ্ছা বলো তো গাফ্‌ফার ভাই আর কুদ্দুস্ সাহেবের মধ্যে Fundamental difference টা কি?
- আমার তো মনে হয় নেশা আর পেশার পার্থক্য। গাফ্‌ফার ভাইয়ের লেখা টাকা উপার্জনের লক্ষ্যে, কুদ্দুস্ সাহেবের লেখা বিনা মূল্যে সমাজের জন্যে। তবে খান সাহেব আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় অরণ্যে রোদন ই করছেন। ইসলামী ভাইরাসে আক্রান্ত কোন সমাজে সৃষ্ট অর্থনীতি ও গনতন্ত্র সম্ভব নয়, যা সমাজ উন্নয়নের পূর্ব শর্ত। মানব রচিত আইন বা গনতন্ত্র, এবং মানব রচিত অর্থনীতি মানা, আর আল্লাহকে অসীকার করা এক ই কথা। সে যাক, এখন বলুন ইন্টারনেটে আপনার লেখা দেখছিনা কেন?
- কারণ, আমার উপর এক তবলীগওয়ালার আছড় পড়েছে।
- তাই নাকি? তা তবলীগের উপরে ই লিখুন।

- সে রকম ই ভাবছি। তিনবার তিনটা লেখা অর্ধেক লিখে বাদ দিয়েছি। আমি সব সময় ই মনে করি, ইন্টারনেটের সকল লেখিকা-লেখকবৃন্দ আমরা এক ই পরিবারের প্রবাসী কয়জন মানুষ। ঝগড়া-ঝাটি যতই করি তবু এক ঘরেতে বসত করি। তসলিমার পক্ষ নিয়ে 'ফাহিমদার মাতম' নামে রুদ্দের লেখাটা তুমি পড়েছো?
- হ্যাঁ, পড়েছি। আমার তো মনে হয় রোদ্দের ক্ষমা চাওয়া উচিত। নিজের অজান্তে তাতক্ষনিক যোশের বসে অনেক ভাল, বুদ্ধিমান, শিক্ষিত মানুষ ও অসামাজিক অশ্লীল অগ্রহণযোগ্য কাজ করেছেন, তারপরে ও একটা সমাধান আছে। এ্যাপলোজি। এ্যাপলোজি চাইলে মানুষ ছোট হয়না। আর ক্ষমা ও মহত্ত্বের প্রমাণ। আপনি ও তো ফাহিমদাকে কটাক্ষ করেছেন আপনার তিনকন্যা মণিহারে।
- হ্যাঁ করেছিলাম কিন্তু পরে মনে মনে খুব ই অনুশোচনা করেছি, ভদ্রমহিলা হয়তো দুঃখ পেয়েছেন। সারা জীবন নারীবাদী নারী মুক্তির পূজারী ও নিজ ঘরে নারীর উপর হাত তুলতে দেখেছি। অবশ্য পরে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন। কারণটা কি জানো? কবির ভাষায় বলি 'মানুষের মন বড় দুর্বল কখন যে কি করিয়া বসে।' তবে জানিনা কেন জানি আমার যেন মনে হয়, রুদ্দ মানুষটার ভাষা যতই রুক্ষ, বেমানান হউক না কেন, তিনি কথাকে থেকে ভেসে আসে কঠিন বাস্তবদর্শী অভিজ্ঞতার করুন আহ্বান। জগতে শালীনতা ভদ্রতা লজ্জাবোধ আসলো কোন দিন থেকে? এর আগে কি মানুষ সঙ্গবদ্ধ সমাজ জীবন কাটায়নি? আর এখনো কি ভদ্র, শিক্ষিত সমাজে অশ্লীলতা নেই? আছে, মানুষ মাত্র ই অশ্লীলতা। মানুষ ই নির্ধারন করেছে লজ্জা, শালীনতা, ভদ্রতার সংজ্ঞা তার জন্মের বহুকাল পরে। এদিকে সেতারা হাসেম কি বলেন দেখেছো? ঘোষণা দিয়েছেন 'আর পড়বেনা মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে।' এটা একটা কথা হলো? তিনি (সেতারা) নির্বিবাদে বলে যাচ্ছেন চেলাবী, দালাল, শূন্য কলসী, অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্কর আরো কত কি। কিন্তু আমরা ধরে নিয়েছি সংসারে শুধু শুধু মায়ের আদর কি আর ভাল লাগে, বাবার শাসনের ও প্রয়োজন আছে। শোষণহীন, শ্রেনীহীন সুসম সমাজ ব্যবস্থা আমরা ও মনে প্রানে কামনা করি। কিন্তু সুদূর দূর্লভ সুন্দরের প্রত্যাশায় বর্তমান কে অবজ্ঞা করে অসুন্দর মৃত্যু কি বাঞ্ছনীয়? ইদানিং যুগান্তর পত্রিকার একটা লেখা পড়ে মনে হয়েছে লেখালেখি করে আর কোন লাভ নেই। কয়লা, কাষ্টিক সোডা দিয়ে ধুলে ধংস হয়ে যাবে হয়তো কিন্তু তার রং বদলাবেনা। ঐ পত্রিকার লেখক বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসী ইরাকীদের মধ্যে, ইরাকী জাতীয়তাবাদী চেতনা খুঁজে পেয়েছেন আর আশা পোষন করছেন এই চেতনায় উদ্ভুদ্ধ হয়ে আত্মঘাতী বোমা যুদ্ধের মাধ্যমে ইরাক একদিন স্বাধীন হবে ই। লেখক আরো লিখেছেন, ঐ আত্মঘাতী বোমারুগণ সাদামকে ও ভাল পায় না আমেরিকাকে ও না। বলি, তাদের জাতীয়তাবাদী চেতনা সাদামের যুগে উদয় হলোনা কেন? বাংলাদেশী লেখকদের মায়াকান্নার কারণ টা কি জানো?
- জানি। ঐ যে কামরান মির্জা বলেছেন, ইসলামী ভাইরাস। আচ্ছা হাবিব সাহেব টেলিফোন সংকেত দিচ্ছে আরেকজন লাইনে আছেন, পরে আবার ফোন করবো।
- আরে শুনো, ঐ তবলীগ ওয়ালার কান্ডটা বলা হয় নাই। তিন তিনটা রবিবার জামাত নিয়ে এসে দরজা থেকে ফিরে গেছেন, আমার সাথে দেখা হয় নাই।

গত রোববার আমার বউয়ের সাথে আলাপ করে এপয়েন্টমেন্ট করে গেছেন আগামী রোববার তিনি একা আসবেন, আমাকে ঘরে থাকতে হবে।

- OK আপনি তবলীগী দীক্ষা নিন, আমি চল্লাম শুভ নব-বর্ষ।

নিউ ইয়ার্সের দিনে ও বাঙ্গালী গ্রোসারী শপটি খোলা ছিল। সেখানে ই দেখা হয়ে গেল সেই তবলীগীর সাথে। লম্বা একটা সালাম দিয়ে নিজের পরিচয় দিলেন। (সিটিজেনশীপ মেয়ে) ব্রিটিশ পাসপোর্ট বিয়ে করে তিনি ইংল্যান্ড এসেছেন। দেশে গভর্নমেন্ট আলীয়া মাদ্রাসার আলেম পাশ। ইংল্যান্ডে এসে Language School এ কিছু লেখাপড়া করে, লিগেলিটি (ইংল্যান্ডে থাকার অনুমতি) পাওয়ার পর Interpreter service এ কাজ করেন। ছয় সপ্তাহের হলিডে পেয়ে তবলীগ জামাতের সাথে বিশ্রাম করে এসেছেন। জানতে চাইলেন আমার নাম, পরিচয়, ঠিকানা। পরিচয় পেয়ে ঠোঁটে এক বলক হাসি টেনে বল্লেন "হাবিব সাহেব আপনার সাথে বিশেষ জরুরী কিছু আলাপ আছে, ভাবীকে বলে রেখেছি রোববার আপনার ঘরে আসবো। এই সুন্দর পৃথিবী, সুন্দর বিবি, সুন্দর বাড়ি গাড়ি, সন্তান আওলাদ সব ই আল্লাহর নেয়ামত।" বল্লাম তা তো ঠিক ই, তবে সুন্দর বিবি আর পেলাম কই? হুজুর বল্লেন ভাবীর গলার সুর শোনে অনুমান করেছি ভাবী সুন্দর হবেন। ঘরে এসে ই বউকে সু সংবাদটা দিলাম-

- শপিং করতে গিয়ে তোমার রূপের প্রশংসা শোনে এলাম।
- আমার রূপের প্রশংসা মানে? আমি কি কাউকে রূপ দেখায়ে বেড়াই নাকি?
- না না তা হবে কেন। স্থানীয় তবলীগ জামাতের আমীর খাইরুল গাজী একজন শিক্ষিত মানুষ। দোকানে দেখা হলো, বল্লেন তোমার কণ্ঠ শোনে অনুমান করেছেন তুমি সুন্দর হবে।
- এতদিনে বুঝলাম আপনার কথা ই সত্য। মোল্লারা শিক্ষিত হলে ও বোকা থেকে যায়। আপনি ও কি যে মানুষ, ঘরে থেকে ও বলবেন ওদের কে বলো আমি ঘরে নেই। আপনার জন্যে আমাকে মিথ্যা বলতে হয়। আসুক আগামী রোববার আমি পুলিশ ডেকে ওদেরকে তাড়িয়ে দেবো।
- তোমি রাগ করলে নাকি? ওরা সরল প্রকৃতির মানুষ, ওদের উপর রাগ করতে নেই।
- রাগ করবোনা? যতক্ষণ পর্যন্ত না দরজা খোলেছি, কলিং বেল ছাড়বেনা। মানুষ রান্নায়, কি বাতরোমে, কি বেডরোমে, কিছুই বুঝবেনা বেল চেপে ধরে বসে থাকবে।

মেয়েরা লজ্জা পেলে এবং রাগান্বিত হলে তাদের গাল দুটি লাল হয় কেন বুঝিনা। আমার স্ত্রীর গাল দুটি ই শুধু লাল হয় নাই নয়ন দুটি ও অশু-সিক্ত হলো। রোববার ঠিক দুটোয় এসে উপস্থিত হলেন খাইরুল গাজী। একটি প্লাস্টিক কারিয়ার ব্যাগ হাতে। আতরের সুবাস ছড়িয়ে দিলেন সারা গৃহে। সোফায় বসে বেশ কিছুক্ষণ সম্মুখের বৃহদাকার ছবিটির দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। পেছনে ঠিক তাঁর মাথার উপরের ছবিটিও দেখলেন।

আমি চা এর যোগাড় করছি, লক্ষ্য করলাম ভদ্রলোক অতি উৎসাহে ছবি গুলো দেখছেন, কোন কথা ই বলছেন না। আমার বুক-সেল্ফ থেকে দু একটা বই নামাচ্চেন আর নাম দেখে দেখে রেখে দিচ্ছেন। জিজ্ঞেস করলাম-

- বই নেবেন?

- জ্বী না। দ্বীনের দাওয়াত দিতে এলাম। ঘরভর্তি ফটো রেখেছেন। সামনে শেখ মুজিব, পেছনে হাসিনা, ডানে রবীন্দ্রনাথ, বামে নজরুল। জগতের স--ব নাস্তিকদের বই দিয়ে বুক শেলফ ভর্তি। ফেরেস্টা বসার বিন্দুমাত্র যায়গা নেই। এসব কি হাবিব সাহেব?
- দুইজন ফেরেস্টা তো দিন-রজনী আমার ক্ষক্ষে ই নির্ভয়ে, নিরাপদে বসে আছেন। অন্য ফেরেস্টাদের বসতে তো মানা নেই। আর এ মুহূর্তে হয়তো শ' খানেক ফেরেস্টা আমাদের সামনে দাড়িয়ে আছেন, বা হয়তো আপনার আমার কাঁধে কোন ফেরেস্টা মোটে ই বসে নেই। কোন দিন ছিলেন ও না। কি বলেন?
- নাযুজুবিল্লাহিমিন জালিক। এসব কি বলছেন?
- যা বিশ্বাস করি তা-ই বলছি। চা পান করুন, ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। গত কয়দিন যাবত একটা প্রশু বার বার মনটাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। আগে থেকে ই ভেবেছি আপনার কাছে উত্তরটা পাওয়া যেতে পারে।
- কি প্রশু, বলুন অন্তত চেষ্টা করে দেখবো।

আমি বললাম, দেখুন তো, 'চোখের সামনে এই কদিনে কত কিছু ই না ঘটে গেল। বস্‌নিয়া থেকে বাংলাদেশ, ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, গোজরাট, লেবানন, সিরিয়া, ইরাক, ইরান, চেচনিয়া, দুনিয়ার এমন কোন যায়গা নেই যেখানে মুসলমানরা কাফিরদের হাতে নির্যাতিত, নিপীড়িত নিষ্পেষিত হচ্ছেনা। মরছে তো মরছে শুধু মুসলমান ই মরছে। সারা বিশ্বের তাব--ত ধর্মাবলম্বী হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ইহুদি, নাসারা সঙ্গবদ্ধ, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, ইসলাম ও মুসলমান জাতীকে সমূলে পৃথিবী থেকে উৎখাত করে দেয়ার জন্য।'

হুজুর এবার একটু সুস্থীর নিশ্বাস ফেলে নড়ে-চড়ে বসে, কাপে হুকোর আওয়াজের মত শব্দ তোলে চা-য়ে একটা লম্বা চুমুক দিলেন। আমি বললাম- সাদামের আত্মসমর্পন, ইরানে লুত (আঃ) এর জামানার গজব, ৫০ হাজার মানুষের জান কবজ, শাহজালালের মাজারের তৌহিদী গজার মাছের মৃত্যু কাফিরদের বিরুদ্ধে আখেরি জামানার একমাত্র সোচ্চার জেহাদি হায়দারী কন্ঠ, মুসলমানের দ্বিতীয় খালেদ-বিন ওলিদ, কারবালার ইমাম হোসেনের উত্তরসূরী, মহাবীর সাদ্দাম হোসেন কাফিরদের হাতে আত্মসমর্পন করলেন। ফোরাতে নদীর পারে একফোটা রক্ত ঝরলোনা, হোসেন শহীদি দরজা লাভের সূবর্ন সুযোগ নিলেন না, নমরুদের যুগের এক ঝাঁক মশা ও আসলোনা, আবাবিল পাখি নামলোনা, মাকড়সা জাল বুনলোনা, কবুতর ও ডিম পাড়লোনা, বিষয়টা কি বুঝিনা, আল্লাহ করছেন টা কি? সাদা নিরীহ চোখে ভদ্রলোক বেশ কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলেন। হাতের কারিয়ার ব্যাগটা এগিয়ে দিয়ে বল্লেন, "সাতটা ওয়াজের ক্যাসেট দিয়ে গেলাম। পরে আরো দেবো। ১০৩ টা ক্যাসেট সংগ্রহ করেছি। এখানে বাণীবদ্ধ আছে বাংলাদেশের প্রখ্যাত আলেম, ইসলামী চিন্তাবিদ, সু-কন্ঠ, স্পষ্টবাদী, যুক্তিবাদী মোলানাগণের ওয়াজ। আমার বিশ্বাস আপনার মনের সকল প্রকার সংশয়, সন্দেহ নিরসনে সহায়ক হবে।"

চলবে-

শাখের করাত

(অবিশ্বাস্য হলে ও সত্য)

সৈয়দ হাবিবুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

খায়রুল সাহেব চলে যাওয়ার পর বেশীক্ষণ ওয়াজ শোনার লোভ সামলাতে পারি নাই। শোনা আমার পেশা, পড়া আমার নেশা। বাংলাদেশে থাকতে শোনার চেয়ে শোনানো ই ভাল লাগতো বেশী। ইংল্যান্ড এসে হয়েছে তার উল্টোটা। সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ Unique এই মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেছি, তাই আমাকে শোন্তে হয় শালীন, অশালীন ভদ্র-অভদ্র সুন্দর-অসুন্দর, শুদ্ধ-অশুদ্ধ, চলতি-সাধু শহুরে-আঞ্চলিক ভাষায় সব মানুষের কথা। শোন্তে আমার ভাল লাগে। খায়রুল সাহেবের ক্যাসেট গুলো বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। গ্লসি পেপারে, কালারফুল মস্কা মদিনার ছবি। বক্তাদের নামের সাথে একাধিক সুপারলেটিভ ডিগ্রী লাগানো। উপরে বড় বড় ছাপার অক্ষরে ওয়াজের বিষয়বস্তু লেখা। নবীজীর বাল্যকাল, আদম হাওয়ার সৃষ্টি-তত্ত্ব, আজরাইলের রুহ কবজ, হাশরের মাঠ ইত্যাদি। প্রথম থেকে ই শুরু করা যাক। **আদম হাওয়ার সৃষ্টি-তত্ত্ব-**

হামদ-নাত, জিকির-আজকারে বেশ কিছু সময় ব্যয় করে হুজুর বল্লেন-

"এক পর্যায়ে এসে আল্লাহ পাকের, নুরে মুহাম্মদী সৃষ্টি করার ইচ্ছা হলো। এই নুরে মুহাম্মদী সৃষ্টির আগে আল্লাহর আরশ, কুরসী, বেহেস্ত-দোজখ, আকাশ-পাতাল, ফেরেস্তা-হুর গেলমান, চন্দ্র-সূর্য, রাত-দিন, গ্রহ-নক্ষত্র, কোন প্রকারের জলীয়-বায়বীয় পদার্থের অস্তিত্ব ছিলনা। নুরে মুহাম্মদী সৃষ্টি করে আল্লাহ তাঁর কুদরতি হাতের তালুতে রেখে এক নাগাড়ে ৪০ বৎসর মুহাম্মদ নামের মালা জপ করলেন। শুরু হলো আশিক আর মাস্তকের খেলা। ৪০ বৎসরে মুহাম্মদ একবার ও আল্লাহর ডাকে সাড়া দেন নাই। ৪০ বৎসর পর আল্লাহ অন্তরে কিছুটা বিরহের ব্যথা অনুভব করলেন আর তখনি তাঁর কুদরতি চোখ থেকে এক ফুটো জল হাতের তালুতে পড়ে যায়। সাথে সাথে নুরে মুহাম্মদীতে শুরু হয়ে যায় আল্লাহ নামের জিকির। সে জিকির চলতে থাকে বহুকাল। আল্লাহ খুশি হলেন। সৃষ্টি করলেন ফেরেস্তা, সাত আসমান আর সাত জমিন, তৈরী হলো বাগান সাজানো বেহেস্ত। মস্কার কা-বা ঘর সৃষ্টির ৪০ হাজার পর এবারে আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হলো আদম সৃষ্টি করে দুনিয়া আবাদ করাবেন। ফেরেস্তাগণ আল্লাহ পাকের, আদম সৃষ্টির গোপন রহস্য বুঝতে না পেরে এই বলে প্রতিবাদ করলেন যে, হে প্রভু, তোমার নামের জিকির করতে তোমার অগনিত ফেরেস্তারা কি যতেষ্ট নয়? আল্লাহ বল্লেন, আমি যাহা জানি তোমরা তাহা জানো না। আদম তৈরীর মাটি সংগ্রহের লক্ষ্যে বেহেস্ত থেকে আজরাইল ফেরেস্তাকে দুনিয়ায় পাঠানো হলো। শক্তিশ্বর আজরাইল এক থাবায় যতটুকু মাটি তাঁর মুষ্টিতে তোলে নিলেন, তার ওজন ছিল ৪০ মণ। এই ৪০ মণ মাটি দিয়ে তৈরী হলো আদমের কায়া (দেহ)। ৪০ দিন শোইয়ে রাখা হলো আদমের দেহ আরবের শ্যাম দেশের এক প্রান্তে। তারপর এক দিন ডাক পড়লো জিবরাইল ফেরেস্তার। আল্লাহ বল্লেন, হে জিবরাইল, পৃথিবীতে যাও, আমার আদম কে বেহেস্তে নিয়ে আসো। এবার আদমের দেহে প্রান সঞ্চারণ করা হবে। জিবরাইল ফেরেস্তার হাতে আদমের রুহ দিয়ে আল্লাহ বল্লেন, আদমের মাথার তালু দিয়ে এই রুহ ঢুকিয়ে দাও। কিন্তু রুহ আদমের দেহে থাকতে চায় না। একবার, দুইবার তিনবার চেষ্টা করে জিবরাইল

বার্থ হলেন। আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, হে রুহ, তুমি আমার আদেশ অমান্য করছো কেন? রুহ জবাব দিলো, হে মালিক, আদমের মাটির অন্ধকার খাঁচায় আমার ভাল লাগেনা। আল্লাহ জিবরাইলকে বল্লেন, জিবরাইল, বেহেশ্তের দিকে তাকাও। একটি উজ্জল তারকা দেখতে পাচ্ছো? ঐ তারকা আদমের কপালে ঘষে দাও। জিবরাইল তা-ই করলেন। আবার রুহ দুকানো হলো। এবারে আদমের দেহ থেকে রুহ বেরিয়ে এলোনা। একটা ঝাকুনি দিয়ে আদম জেগে উঠে বসে পড়লেন, আর সাথে সাথে একটা হাঁচি দিলেন। সেই হাঁচির সাথে আদমের নাক থেকে এক প্রকার তরল পদার্থ বেরিয়ে এলো। আল্লাহ জিবরাইলকে আদেশ দিলেন, জিবরাইল, আদমের নাক থেকে নিঃসৃত তরল পদার্থ একটি জান্নাতি পেয়ালায় সযতনে ভরে রাখো, আমি তা দিয়ে ঈসা নবীর মা, মরিয়মের সামী বানাবো।"

এ পর্যায়ে এসে খেয়াল হলো আমার ঘরের দিকে। টেইপে Pause দিলাম। বিষয়টা কি? ঘরের বিড়াল টা ও কি শাস-প্রশাস বন্ধ করে কোথাও লুকালো? এমন শুদ্ধ-নীরবতা এর আগে কোনদিন এ ঘরে দেখিনি, অন্তত রোববার দিনের বেলা, তা তো কল্পনা ই করা ভুল। সকাল থেকে কেউ Tom and Jerry দেখতে দেখতে হেসে হেসে খুন, কেউ হসপিটাল বসায় প্লাস্টিক পুতুলের রোগ নিরূপণ করেন, কেউ আবার দোকান বসিয়ে কাষ্টমার হাকাবেন। ওদিকে কিচিনে রান্নার শব্দের তালে তালে মৃদু ভলিউমে চলবে সেলিম চৌধুরীর গান। কিচিনের ফ্যান চালিয়ে দিলে কি হবে, দরজা জানালা বন্ধ করে ও বাঙ্গালী তরকারীর সুগন্ধ দিবি আমার কমপিউটার পর্যন্ত গড়াবে। সাত সদস্যের সংসার, রোববার দিনে সিলেটের বন্দর বাজারের রূপ ধারণ করে। মনে পড়ে এমনি এক রোববারে কিচিন থেকে এক কাপ চা নিয়ে এসেছিলেন আমার স্ত্রী। মলিন চেহারায় শাসনের সুরে বল্লেন--

- একি অবস্থা? আপনার চোখের সামনে ই মার্কেট বসিয়ে দেয়া হয়েছে, আপনি কিছু বলেন না? ঘরের সব গুলো Toys কার্পেটে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে।
- কি করবো, নিজের দায়ভার টা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার মত অন্যায় তো করতে পারিনা।
- মানে?
- বাজারটা বসিয়েছে এরা, না তুমি আর আমি?

সুখে, লজ্জায় বউ ঘাড় কাত করে বাঁকা ঠোটে দুষ্ট হাসি চেপে আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চলে যায়। আমি মনে মনে বলি, হে নারী, তুমি শুধু এ ছোট্ট সংসার টি ই গড়ে তোলনি, এ জগতটা ই তোমার আবাদ ভূমি। পুরুষ তো চাষাবাদ জানতো ই না। সেবা-যত্নবিদ্যা তোমার ই আবিষ্কার। ফুটো ফুটো রক্তদিয়ে তিলে তিলে একটা মানুষ গড়ে, মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে যখন পৃথিবীতে নিয়ে আসলে, তখন সে মানুষটি, সে পুরুষটি ছিল বড় অসহায়। আদরে সোহাগে টেনে নিলে তোমার বুকে, কোমল হাতে, সযতনে মুখে তোলে দিলে বেঁচে থাকার প্রথম অমৃত সুধা, আর সেখানে ই পেল মানব জাতি এ সুন্দর পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সাধ। আর সেই মানব, সেই পুরুষ তোমাকে বশে রাখতে রচনা করলো **মকসুদুল মুমেনীন বা বেহেশ্তের কুঞ্জি আর মনুসংহিতা।**

চলবে---

শাখের করাত

(অবিশ্বাস্য হলে ও সত্য)

সৈয়দ হাবিবুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আজ সর্বদলীয় হরতাল। মনে মনে এই নীরবতার একটা কারণ আবিষ্কার করলাম। তবলীগ জামাতকে ফাঁকি দিতে নিশ্চয় ই বউ চলে গেছে তাঁর বোনের ঘরে। আত্মীয় সৃজন এক ই শহরে থাকলে এই একটা সুবিধা। ভাল ই হয়েছে। এই সুযোগে ওয়াজের ক্যাসেটটা আবার অনু করা যায়। হুজুর বলছেন--

"ওয়া ইজকুলু লিল মালা-ইকাতিস্জুদু লি আ-দামা ফাসাজাদু ইল্লা-ইবলিস্, আব্বা ওয়াস্তাকবারা ওকানা মিনাল কাফিরিন।"

অতঃপর আদমকে সেজদা করার জন্য আল্লাহ্ ফেরেশতাগণ কে নির্দেশ দিলেন। ইবলিস্ ব্যতিত সবাই আদমকে সেজদা করলো। তকব্বুরী (নিজেকে বড় মনে করা) করার কারণে ইবলিস্ অভিশপ্ত হয়ে বেহেস্ত থেকে বিতাড়িত হলো। একদিন বাবা আদম লক্ষ্য করলেন, বেহেস্তের এক কোণে তাঁর ই মত অপরূপ সুন্দর একটি মানুষ। বেহেস্তের আয়নায় নিজেকে দেখে আদমের মনে হিংসা ও দুঃখের উদ্বেক হলো। (উল্লেখ্য বেহেস্তের চতুর্দিক আয়না দিয়ে সাজানো)। সাথে সাথে আল্লাহ্র পাকের হুকুমে আদমের গালে দাড়ি গজিয়ে উঠলো। আদম খুশি হলেন। তাঁর মনে সুন্দর মানুষটিকে ছোঁয়ার বাসনা জাগ্রত হলো। অমনি আল্লাহ্র কাছ থেকে নিষেধ আসলো, হে, আদম, হাওয়ার গায়ে হাত দিওনা। হাওয়ার গায়ে হাত দেয়ার আগে মোহরানা আদায় করতে হবে। আদম বল্লেন প্রভু, এখানে আমার কি আছে মোহরানা দেয়ার? আল্লাহ্ বল্লেন, বেহেস্তের চারদিকে তাকাও। কি দেখতে পাচ্ছ? আদম বল্লেন, হে আল্লাহ্ দয়াময়, আরশের উপরে নীচে ডানে বামে, বৃক্ষাদির পাতায় পাতায়, তোরণে তোরণে তোমার নামের পাশে শুধু একটা নাম ই দেখতে পাই, সে নামটি মুহাম্মদ (দঃ)। আল্লাহ্ বল্লেন আদম, ঐ নামে দশবার দরুদ পড়ো, তোমাদের বিয়ের মোহরানা আদায় হয়ে যাবে। আদম তা-ই করলেন। আদম হাওয়ার বিয়ে হয়ে গেল। আল্লাহ্ বল্লেন, "ওকুলনা ইয়া আদামুসকিন আন্তা ওয়াজাউকাল জান্নাতা, ওয়াকুলা মিনহা রাগাদান হাইতু শি-তুমা ওয়ালা তাকরাবা হাজিহিস্সাজারাতা ফাতাকুনা মিনাজ্জালিমিন।" সুখে সাচ্ছন্দে, ইচ্ছামত বেহেস্তের সবকিছু উপভোগ করো কিন্তু ঐ গন্ধম গাছটির কাছে যেয়োনা, তার ফল ভক্ষন করোনা।

একদিন ইবলিস বড় এক আলেমের বেশে হাওয়ার সামনে উপস্থিত হয়ে বল্লো, হে- হাওয়া, আমি তোমাদের এক শুভানুধ্যায়ী বিধায় সতর্ক করে দিতে এলাম। এখান থেকে বহু দূরে দুনিয়া নামে এক যায়গা আল্লাহ তৈরী করেছেন যেখানে অতি শীঘ্র তোমাদেরকে পাঠিয়ে দেবেন, সেখানে বেহেস্তের সুযোগ সুবিধে মোটে ই নেই। চিরস্থায়ীভাবে বেহেস্তে থাকতে হলে ঐ গন্ধম গাছের ফল ভক্ষন করতে হবে। হাওয়া বল্লেন ঐ ফল খেতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। ইবলিস বল্লো, বুড়ো মানুষের কথা বিশ্বাস করা না করা তোমাদের ইচ্ছা। আমার কাজ মানুষের বিপদে মানুষকে সাহায্য করা, তাই বলে গেলাম।

বেহেস্তে সুখের লোভে, ইবলিসের কথায় বিশ্বাস করে মা হাওয়া আল্লাহর নিষেধ অমান্য করলেন। ধীরে ধীরে হাওয়া নিষিদ্ধ গাছের নীচে এসে দাঁড়ালেন। লক্ষ্য করলেন, ফল গুলো তাঁর নাগালের কিছুটা বাইরে। হাওয়া দু পায়ের বুড়ি আঙ্গুলে ভর করে দাঁড়ালেন, অমনি তাঁর পায়ের গোড়ালী থেকে কিয়দংশ কাপড় উপরে উঠে যায়। তিনি উপরের দিকে মুখ তোলে তাকালেন, অমনি চেহারার আবরণ ও মাথার কাপড় খোলে যায়। মা হাওয়া দু হাত উচু করলেন, অমনি হাতের কাপড় কনুই পর্যন্ত অনাবৃত হয়ে যায়। সে দিন মা হাওয়ার শরীরের চার যায়গা অনাবৃত হয়েছিল। এ জন্য, সে দিন থেকে দুনিয়ার মানুষের জন্য ওজুতে চার ফরজ নির্ধারিত হয়ে যায়। মা হাওয়া নিজে গন্ধম খেয়ে বাবা আদমকে প্রস্তাব করলেন খাওয়ার জন্য। আল্লাহর নিষেধ না মানার কারণে আদম খুব ই রাগান্বিত হলেন এবং হাওয়াকে শাস্তি দেওয়ার লক্ষ্যে, পাশের জয়তুন গাছের একটি ডাল ভেঙ্গে নিয়ে এলেন। এই ভাঙ্গা ডাল টা ই ছিল মূসা নবীর হাতের আশা (হাতের লাঠি), যে লাঠি সূর্য হয়ে ফেরাউনের ১২ হাজার বিষাক্ত সাপকে এক শ্বাসে গ্রাস করে চিৎকার দিয়ে বলছিল আমাকে আরো দাও আরো দাও ক্ষিদের জ্বালায় প্রাণ যায়। মূসার (আঃ) সেই লাঠি ৪০ মাইল লম্বা অজগর হয়েছিল যা দেখে ভয়ে ফেরাউন একদিনে একসাথে ২০০ বার পায়খানা করেছিল।

এখানে এসে ক্যাসেটের এক সাইড শেষ হয়ে যায় আর ঠিক তখনই শোনতে পেলাম বেডরুমের দরজা খোলার শব্দ। মেজো মেয়ে হেমা চিৎকার করে বল্লো-আব্বু, We are rea---dy. হুড়মুড় করে সবাই নেমে এলো নীচে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা এতক্ষণ বেডরোমে কি করছিলে? সবাই সেজে গুজে, ব্যাপার কি? ছোট ছেলে জবাব দিলো, McDooooonald. পাঁচ বছরের ছেলে, দশটা শব্দের বাংলা বাক্যে ছয়টা ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করবে। আব্বু Last week promise করেছ মনে আছে, আজ promise break করতে পারবেন না। মধ্যপথে সিড়ি থেকে তাদের মা বল্লেন-

-Sorry চা দিতে পারলাম না।

- অসুবিধা নেই, আমি মেনেইজ করে নিয়েছি। কিন্তু এ যে কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে আগুন লগিয়ে দিলে, বিষয়টা কি?
- বিষয় কিছু না, এমনি ই পরলাম।
- ঘরে অলংকার যা ছিল সবটুকু বোধ হয় লাগিয়ে দিয়েছ, তার উপর বিয়ের শাড়ি। এই সাজে কেউ মাগডনাল্ড যায়?
- আপনার কিছুই মনে নেই?
- না তো।
- থাক। আপনি ভাবতে থাকুন, এখন দয়া করে উঠুন দেরী হয়ে যাচ্ছে।
- ঠিক আছে, আমি তো তৈরী হয়ে ই আছি। একজন ভদ্রলোক একটা ওয়াজের ক্যাসেট দিয়ে গেছেন। অর্ধেক শোনা হয়ে গেছে, খুব ইন্টারেস্টিং ওয়াজ। মাগডনাল্ড যেতে যেতে গাড়িতে ঐ ক্যাসেট টা শোনবো, কি বলো।
- আজ ওয়াজ টোয়াজ গাড়িতে চলবেনা। ওয়াজ শুনে আপনার কি লাভ? ঘরের পাশে মসজিদ, এক দিন নামাজে যেতে দেখিনা। ওয়াজ কি আপনি কম জানেন? আজ গাড়িতে আমার পছন্দের গান বাজবে।
- তোমার পছন্দের গান?

- জি্
- তোমার পছন্দের গান তো হবে, সেলিম চৌধুরী।
- No.
- শেফালী ঘোষ?
- No.
- ইয়ারুন্নেসার বিয়ের গান?
- Noop.
- আমি ফেইল। তুমি বলো।
- বন্যা।
- বন্যার গান শোনবে তুমি? রবীন্দ্র সঙ্গীত তো তোমার কাছে জগতের স--ব চেয়ে Boaring গান।
- আপনার গাড়িতে রবীন্দ্র সঙ্গীত ছাড়া তো সব গান না-জায়েজ। শোন্তে শোন্তে অভ্যাস হয়ে গেছে। এখন কিছু ভাল ও লাগে।
- আচ্ছা বলো, কোন্ ক্যাসেট টা নেব।
- আপনাকে খোঁজে বের করতে হবে না, আমার পছন্দের ক্যাসেট টা আমার ভ্যানিটি ব্যাগে ই আছে।
- বাঃ, বেশ প্রী প্লান করাতো আজকের দিন টি। তা সেই ক্যাসেটের একটা গানের কলি বলো শুনি।
- এখন দরকার নেই, গাড়িতে গেলেই শুনবেন।
- ম্যাডাম, অন্তত যে কোন একটি গানের কলি তো না শুনালে চাবি হাতে উঠবেনা।
- কুঞ্জবনে মোর মকুল যত/ আবরণ বন্ধন ছিড়িতে চাহে
দক্ষিণ সমীরে দূর গগনে-----

আর জানিনা।

- সর্বনাশ, এই অবস্থা! এতক্ষণে মাতাল সমীরণের ধাক্কা বুঝি আমার গায়ে এসে লাগলো। বলি হে বধু, আজ সূর্যালোকের এ কোন্ আলো লাগলো তোর চোখে?

চলবে-